ভোরের কাগজ

তারিখ APR. 20 1999

পৃঃ ৪ কলাম ২

ছাত্রী উপবৃত্তির টাকা প্রদানে অনিয়ম

বারইয়ারহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রী হিসেবে সালমা আক্তার সম্প্রতি মাধ্যমিক পরক্ষা সম্পন্ন করেছে। তার এফএসএসপি হিসেব নং ৯৫-০৬৮৭০। জনতা ব্যাংক করেরহাট শাখা থেকে ১৬ মার্চ ১৯৯৯ ইস্যুকৃত ৭৯০ টাকার চেকে স্বাক্ষর নিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে তিনশ ষাট টাকা প্রদান করতে চাইলে, সে প্রতিবাদস্বরূপ টাকা গ্রহণ না করে উক্ত চেকটিই নিয়ে আসে। চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই থানার ২নং হিঙ্গুলী ইউনিয়নের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এ বিদ্যালয়ের অন্য যে তিনজন ছাত্রী এ ঘটনার প্রতিবাদে টাকা গ্রহণ করেনি, কিন্তু চেকে স্বাক্ষর করেছে উল্লিখিত সালমা আক্তারের সহপাঠি সেলিনা আক্তার, কোহিনুর আক্তার ও সুমী আক্তার। উক্ত বিদ্যালয়ের এ বছরের মাধ্যমিক নির্বাচনী পরীক্ষায় নব্বইজন ছাত্রীর মধ্যে যে চব্বিশজন সব বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার চূড়ান্ত পর্ব সম্পন্ন করেছে, উক্ত চারজন তাদের অন্যতম হলেও, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এদেরকে টাকা কম প্রদানের অজুহাত হিসেবে দেখায় যে-এরা নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি।

দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের সঙ্গে উপবৃত্তির টাকা নিয়ে যেখানে এরকম ঘটনা ঘটেছে, সেখানে নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রীদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত তদন্ত করে এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করছি।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ
বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম।